রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ ভাদ্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ২৭ ভাদ্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২২/২০১৭

Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order, 1972

রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order, 1972 (President's Order No. 63 of 1972) রহিতপূর্বক সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"কলেজ"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(২) **"কাউন্সিল"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত কাউন্সিল;

(৩) **"ফেলো"** অর্থ ফেলো অব কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (এমসিপিএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তি;

(৪) **"বিধিমালা"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা;

(৫) **"মেম্বার"** অর্থ মেম্বার অব কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (এমসিপিএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তি; এবং

(৬) **"সচিব"** অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন নিযুক্ত কলেজের সচিব।

৩। **কলেজ প্রতিষ্ঠা।**—(১) Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order, 1972 (President's Order No. 63 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কলেজ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কলেজ গঠন।**—নিম্নবর্ণিত ফেলোগণের সমন্বয়ে কলেজ গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ধারা ১০ এর দফা (ক) এর অধীন সনদপ্রাপ্ত ফেলো;

(খ) ধারা ১০ এর দফা (ঙ) এর অধীন ঘোষিত সম্মানিক ফেলো; এবং

(গ) Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order, 1972 (President's Order No. 63 of 1972) এর অধীন ফেলোগণ।

৫। **কলেজের কার্যাবলি।**—কলেজের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্যে হাসপাতাল এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;

(খ) এফসিপিএস ও এমসিপিএস পরীক্ষার আয়োজন এবং সনদ প্রদান;

(গ) চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখায় স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(ঘ) চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ফিজিশিয়ানস্, সার্জনস্ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(চ) ফিজিশিয়ানস্, সার্জনস্ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা ও ব্যবহারিক প্রদর্শনীর জন্য সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬। **সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন।**—কলেজের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কলেজ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে কাউন্সিলও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৭। **কাউন্সিল গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) জন সদস্য সমন্বয়ে কলেজের কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ফেলোগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত ১৬ (ষোল) জন ফেলো; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন ফেলো।

(২) কাউন্সিলের সদস্যগণের মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য পুনঃনির্বাচিত বা পুনঃমনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) কাউন্সিলের কোন সদস্যপদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে নির্বাচিত ফেলোর ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে এবং মনোনীত ফেলোর ক্ষেত্রে মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবেন।

(৪) কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। **কাউন্সিলের সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, ইত্যাদি।**—(১) কাউন্সিলের সদস্যগণ, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি, একজন সিনিয়র সহ-সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন।

(২) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তী সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি পূর্ববর্ণিত পদে দুইবারের অধিক নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ দেখা দিলে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **কাউন্সিলের সভা।**—কাউন্সিলের সভা সংক্রান্ত বিধান বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **কাউন্সিলের কার্যাবলি।**—কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :—

(ক) এফসিপিএস পরীক্ষা পরিচালনা এবং এফসিপিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদ প্রদান;

(খ) এমসিপিএস পরীক্ষা পরিচালনা এবং এমসিপিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদ প্রদান;

(গ) বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পরীক্ষক বোর্ড নিয়োগ;

(ঘ) বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফি, ফেলোশীপের বাৎসরিক চাঁদা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ফি বা চাঁদা নির্ধারণ;

(ঙ) বিধিমালার বিধান অনুসারে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কলেজের সম্মানিক ফেলো হিসাবে ঘোষণা;

(চ) কলেজের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং উহার ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারণ;

(ছ) কলেজের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন; এবং

(জ) কলেজের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

১১। **অসদাচরণ, ইত্যাদির জন্য ফেলোশীপ হইতে বহিষ্কার।**—(১) কাউন্সিল কোন ফেলোকে তাহার অসদাচরণ অথবা কলেজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজের কারণে ফেলোশীপ হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ফেলোকে বহিষ্কারের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ফেলোকে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া বহিষ্কার করা যাইবে না।

১২। **নির্বাহী কমিটি।**—(১) কাউন্সিলের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা কাউন্সিলের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সচিব এবং কাউন্সিল সদস্যগণের মধ্য হইতে ২ (দুই) জন নির্বাচিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৩। **সচিব ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ।**—(১) কলেজের একজন সচিব থাকিবেন, যিনি কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সচিব কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৩) কাউন্সিল কলেজের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) কলেজের সচিব ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি এবং চাকরির শর্তাবলি বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **তহবিল**।—(১) কলেজের একটি তহবিল থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) স্থায়ী তহবিল; এবং

(খ) চলতি তহবিল।

(২) স্থায়ী তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার বা কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন অনুদান বা দান; এবং

(খ) স্থায়ী তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

(৩) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কলেজের কোন দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

(৪) চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ;

(খ) পরীক্ষার ফি;

(গ) ফেলোগণের চাঁদা;

(ঘ) দেশী বা বিদেশী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা ব্যক্তিগত অনুদান;

(চ) বিভিন্ন ফি হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

(৫) চলতি তহবিলের অর্থ হইতে কলেজের দৈনন্দিন ব্যয়সহ অন্যান্য কার্য সম্পাদনের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৬) তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষ ও সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে কলেজের তহবিল পরিচালিত হইবে এবং তাহাদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের সিনিয়র সহ-সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে, কোষাধ্যক্ষ এবং সচিব উভয়ের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত নির্বাহী কমিটির একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

১৫। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) কলেজ যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কলেজের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কলেজের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা কলেজের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কলেজ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা ক্ষেত্রমত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কলেজের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কাউন্সিলের যে কোন সদস্য এবং কলেজের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট।**—(১) কাউন্সিল প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্বে উহার কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য কলেজের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের উপর বাজেট প্রস্তুত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট কলেজের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) কলেজের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ফেলোগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট, সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে, অনুমোদিত হইবে।

১৭। **জনসেবক।**—কাউন্সিলের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণ এবং সচিব ও কলেজের কর্মচারীগণ এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ উল্লিখিত Public Servant বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।**—এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজ-কর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কাউন্সিল, কাউন্সিলের কোন সদস্য, সচিব এবং কলেজের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৯। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Test) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order, 1972 (President's Order No. 63 of 1972) অতঃপর উক্ত Order বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Order এর অধীন—

(ক) গঠিত কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহী কমিটি এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত কাউন্সিল বা কার্যনির্বাহী কমিটি এই আইনের অধীন গঠিত হইয়াছে;

(খ) কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রণীত কোন বিধি, ইস্যুকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন বা প্রদত্ত কোন নোটিশ এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, ইস্যুকৃত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) কোন কার্যক্রম চলমান থাকিলে উহা এই আইনের অধীন নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) উক্ত Order এর অধীন প্রতিষ্ঠিত College of Physicians and Surgeons এর—

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, অন্য সকল দাবী ও অধিকার, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল কলেজের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে; এবং

(খ) সচিব এবং কর্মচারীগণ যেই সকল শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই সকল শর্তে চাকরিতে বহাল থাকিবেন।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

"বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৭" জারি করা প্রয়োজন। এই আইনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৭" প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতোমধ্যে "বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৭" প্রণয়ন করা হইয়াছে। সময়ের প্রয়োজনে এবং প্রশাসনিক কারণে আইনটি জারি করা প্রয়োজন বিধায় উল্লিখিত আইনটির বিল পাশের জন্য মহান সংসদে উপস্থাপন করা হইল।

মোহাম্মদ নাসিম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd